পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

ত্রৈমাসিক
তথ্য সাময়িকী

২০১৯ জানুয়ারি-মার্চ ● মাঘ-চৈত্র ১৪২৫

ভেতরের পাতায়

স্বাধীনতা পুরস্কার বিজয়ী ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন	০২
সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি	০৩
PACE প্রকল্পের কার্যক্রম	০৪
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	০৫
SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম	০৫
খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ উজ্জীবিত প্রকল্প	০৬
LIFT কর্মসূচি	০৬
PPEPP: অতিদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে নতুন প্রকল্প	০৭
সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট	০৭
সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন	০৮-০৯
নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প	১০
SEP প্রকল্পের কার্যক্রম	১০
আবাসন ঋণ কার্যক্রম	১১
নাগরিক সেবার উদ্ভাবন	১১
ক্ষুদ্রউদ্যোগ উন্নয়নে নতুন প্রকল্প	১১
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট	১২
গণমানুষের কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশে ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	১২
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৩-১৪
গবেষণা বিভাগ	১৪
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র	১৫
এসডিজি ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম বিষয়ক সেমিনার	১৬

পিকেএসএফ তথ্য সাময়িকী
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৮১৮১১৬৯
৮৮০-২-৮১৮১৬৬৪-৬৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-৮১৮১৬৭৮
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েব: www.pksf-bd.org
facebook.com/pksf.org

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো : নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো প্রতিপাদ্য নিয়ে পিকেএসএফ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ২৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে আগারগাঁওস্থ নিজস্ব ভবনে এক সেমিনার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ, এম.পি.। সম্মানিত অতিথি ছিলেন ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, সদস্য, পরিচালনা ও সাধারণ পর্ষদ, পিকেএসএফ।

স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন, শুরু থেকে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পিকেএসএফ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত সদস্যদের শতকরা ৯২ ভাগ নারী।

সেমিনারে "Accelerating Women Empowerment & Gender Integration through Access to Basic Services, Public Resources and Work Opportunities: PKSF Experience" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব সানজীদা আখতার।

সেমিনারে বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও বিভিন্ন কার্যক্রমের নারী সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এতে বক্তব্য রাখেন **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি সমন্বয়কারী নুঝাত পারভীন, উদ্যমী সদস্য নূরজাহান বেগম, উজ্জীবিত কিশোরী ক্লাবের সদস্য টুকটুকি খাতুন, কিশোর ক্লাবের সদস্য মোঃ বেলাল হোসেন, যুব কমিটির সদস্য শুক্লা রানী যাদব, নাজমা পারভীন এবং সফল নারী উদ্যোক্তা জয়নব বেগম।

সেমিনারে নারী উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য সহযোগী সংস্থা **শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন**-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব নাছিমা বেগমকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। বছরের প্রতিটি দিনই নারীর মর্যাদা রক্ষায় সকলকে সহযোগী অবস্থানে থাকার জন্য আহ্বান জানান সম্মানিত অতিথি ড. প্রতিমা পাল মজুমদার।

প্রধান অতিথি জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা নারী উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে বাংলাদেশ সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নারী উন্নয়নে মোট বাজেটের ৩০% বরাদ্দ রেখেছে সরকার।

সেমিনারে আগত অতিথিরা মুক্ত আলোচনায় দেশের মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্যবহৃত পুস্তিকাসমূহ থেকে জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি, বর্ণবিদ্বেষী এবং নারীদের জন্য অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বলিত বিষয়গুলো বাদ দেয়ার পক্ষে মত দেন।

সেমিনারের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, পিকেএসএফ নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিসহ বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এইসব কর্মসূচিতে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি নারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। নারীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে পিকেএসএফ বিভিন্ন ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণ, বাজার তথ্য অবহিতকরণ এবং বাজার সংযোগ সম্পর্কিত কাজ করে যাচ্ছে। সেমিনারে নারীর ক্ষমতায়নের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

স্বাধীনতা পুরস্কার বিজয়ী ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

জাতীয় পর্যায়ে জনসেবা/সমাজসেবায় নিরবচ্ছিন্ন দায়বদ্ধতা ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পিকেএসএস-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক রাষ্ট্রীয় সম্মাননা স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৯ প্রদান করেছে। তাঁর এই অর্জন সমাজ হিতব্রতী সকল মানুষ এবং সকল সহযোগী সংস্থাসহ সমগ্র পিকেএসএফ পরিবারকে গৌরবান্বিত করেছে।

ড. আহমদের এই সম্মানপ্রাপ্তিতে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার জন্য বিগত ২৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ-এর প্রধান মিলনায়তনে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব এম. সাইদুজ্জামান, এসডিএফ-এর চেয়ারম্যান জনাব এম.আই চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব আঃ মান্নান এবং কথাসাহিত্যিক জনাব সেলিনা হোসেন।

স্বাগত বক্তব্যে জনাব আবদুল করিম বলেন, ড. আহমদের স্বাধীনতা পুরস্কার অর্জন পিকেএসএফ-কে অনেক উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে পেরে পিকেএসএফ পরিবার নিজেদেরকে গর্বিত মনে করছে। তিনি বলেন, ড. আহমদ সমাজের পিছিয়েপড়া, পিছিয়েথাকা এবং পিছিয়েরাখা মানুষের বন্ধু। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে বিবেচনা করে তাঁর নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির মাধ্যমে পিকেএসএফ দেশের তৃণমূল পর্যায়ে মানবকেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

পিকেএসএফ-এর প্রথম চেয়ারম্যান জনাব এম. সাইদুজ্জামান বর্তমান চেয়ারম্যান ড. খলীকুজ্জমানের দীর্ঘ কর্মময় জীবন উল্লেখ করে বলেন, তিনি জীবনে অনেক কাজ করেছেন, কখনো পেছনে ফিরে তাকাননি। কোন কাজের স্বীকৃতি পর্যন্ত চাননি। তাঁর চিন্তাপ্রসূত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি পিকেএসএফ-কে সম্পূর্ণ একটি নতুন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। তিনি বলেন, সরকারের অর্থায়নে প্রথম মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পিকেএসএফ। জন্মলগ্ন থেকে পিকেএসএফ কখনোই দাতা সংস্থার শর্ত মেনে কর্মসূচি হাতে নেয়নি। এই ধারা এখনো অব্যাহত রাখায় তিনি পিকেএসএফ-এর বর্তমান ও প্রাক্তন এমডি, ডিএমডি, চেয়ারম্যান এবং পর্ষদকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারা দারিদ্র্য বিমোচনে ড. আহমদ-এর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ও সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার অধ্যাপক শফি আহমেদ। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে সরকার থেকে সম্মাননা প্রদানের সময় ড. খলীকুজ্জমান আহমদ সম্পর্কে যে শংসাবচন প্রকাশ ও প্রচার করা হয় তা পাঠ করে শোনান ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্য ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে ড. আহমদকে পিকেএসএফ-এর নারী কর্মকর্তারা পুষ্প বৃষ্টির মাধ্যমে বরণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. আহমদের রচনা ও শাহীন সরকারের সুরে একটি গান পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিদের উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। অনুষ্ঠানে সহযোগী সংস্থাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ ড. আহমদকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

ড. আহমদ-এর পরিবারবর্গ এবং পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

পিকেএসএফ ২০১০ সাল থেকে 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে ১১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ২০২টি ইউনিয়নে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'অভিযাত্রা'

আনন্দঘন ও প্রাণবন্ত পরিবেশে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করলে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব। এই রকম তথ্য উঠে এসেছে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের মাধ্যমে। পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় **গণসাক্ষরতা অভিযান** প্রকল্পটি পরিচালনা করেছে।

বিগত ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ড. রাশেদা কে চৌধূরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিচালক ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। জনাব কে.এম. এনামুল হক, উপ-পরিচালক, গবেষণা, গণসাক্ষরতা অভিযান 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের ফলাফল উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতাভিত্তিক বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার অধ্যাপক শফি আহমেদ।

ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা

সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'সিমেড-সমৃদ্ধি ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা' শীর্ষক পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার আওতায় এসেছে ঢাকার ধামরাই উপজেলার সোমভাগ ইউনিয়নের ২১টি গ্রাম। বিগত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে এই প্রকল্পের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন।

চলতি কার্যক্রমের অগ্রগতি

স্বাস্থ্যসেবা

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ প্রান্তিকে উঠান বৈঠক, স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যক্যাম্পের মাধ্যমে ৪,০০,৫৬০ জনকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১,১১৩ জনের বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে।

শিক্ষা

চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত ২০২টি ইউনিয়নে পরিচালিত ৬,৬০৬টি শিক্ষা সহায়ক কেন্দ্রে ১,৭২,২৮০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষাসহায়ক পাঠদান করা হচ্ছে এবং ১৯,৩৯৩টি অভিভাবক সভা আয়োজন করা হয়েছে।

বন্ধুচুলা ও সৌরবিদ্যুৎ

এই প্রান্তিকে ১৬৩টি খানায় বন্ধুচুলা এবং ১০৬টি খানায় সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

সমৃদ্ধিকেন্দ্র ও সমৃদ্ধ বাড়ি

বিগত ত্রৈমাসিকে ১,৩৪৮টি সমৃদ্ধিকেন্দ্রে ৩,০১৯টি ওয়ার্ড সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া নতুন করে ৩,৮৮০টি বাড়িকে সমৃদ্ধ বাড়িতে রূপান্তর করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও যুব উন্নয়ন

এই প্রান্তিকে ২,১৬৭ জন যুব সদস্যকে 'যুব সমাজের আত্ম-উপলব্ধি, নেতৃত্ববিকাশ ও করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। চাকরি হয়েছে ৪২ জন যুবকের। এ ছাড়াও ১১২ জন যুবকের স্ব-কর্মসংস্থান হয়েছে।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ সময়কালে ২০২টি ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন ও বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম

মার্চ ২০১৯ সময়কালে ১০১ জন ভিক্ষুককে উদ্যমী সদস্য হিসেবে পুনর্বাসন করা হয়েছে। বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সময়ে ১১২ জন সদস্য ৮৭,৬৮০ টাকা ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয় করেছেন।

PACE প্রকল্পের কার্যক্রম

Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপ-খাতের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই পর্যন্ত পিকেএসএফ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬৩টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন এই সকল উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে আড়াই লক্ষাধিক উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।

নতুন ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ প্রান্তিকে নতুন ১টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সহযোগী সংস্থা **ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)** 'কৃষি পণ্য (সবজি ও ফলমূল) প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার উন্নয়ন' শীর্ষক এই উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এই ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলায় ১০০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নানাবিদ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন। উৎপাদিত পণ্যের গুণাগুণ পরীক্ষার প্রক্রিয়া হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা সায়েন্স ল্যাবরেটরীতে চলমান রয়েছে।

প্রকল্প প্রণয়ন মিশন

PACE প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর অর্থায়নে Rural Micro-enterprise Transformation Project (RMTP) শিরোনামে নতুন একটি প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ইফাদের ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি মিশন বিগত ০৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ ঢাকা, দিনাজপুর, বগুড়া, নাটোর, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলার সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে।

বিভিন্ন বিষয়ে প্রণীত নির্দেশিকার ওপর নীতি সংলাপ

ক্ষুদ্র উদ্যোগে পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পিকেএসএফ প্রণীত নির্দেশিকাটি সম্প্রতি একজন বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে হালনাগাদ করা হয়েছে। বিগত ১৩ মার্চ ২০১৯ তারিখে হালনাগাদ এই নির্দেশিকার ওপর একটি "নীতি সংলাপ" অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. এস এম মঞ্জুরুল হান্নান খান সংলাপে মুখ্য পর্যালোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

PACE প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে 'সুপণ্য' নামে একটি ই-সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। অনলাইন বিপণন বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Mars Solution Ltd. এই সেবা চালুকরণে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইন বিপণনের জন্য ১৫টি জেলা হতে ১৯টি পণ্য নির্বাচন করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর ১৭টি সহযোগী সংস্থা এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা ও Mars Solution Ltd.-এর মধ্যে বিগত ০৪-০৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ১৭টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকগণ, Mars Solution Ltd.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ-এর পক্ষে ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও PACE প্রকল্পের সমন্বয়কারী উপস্থিত ছিলেন।

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি

সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে শিশু, কিশোর ও তরুণসহ সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য পিকেএসএফ গৃহীত 'সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি' ৬২টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সারাদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

যৌন নির্যাতন রোধ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় ২০টি সহযোগী সংস্থার কর্মএলাকাভুক্ত ২০টি এলাকায় যৌন নির্যাতন রোধ কর্মসূচি চলছে। সংস্থার কর্ম-এলাকাভুক্ত পাড়া/মহল্লা, গ্রাম, ওয়ার্ড বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ আবাসিক এলাকাকে এই কার্যক্রমের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় বৃক্ষ রোপণসহ পরিবেশ-বান্ধব বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে।

বিগত ১৪ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে রাজবাড়ী জেলার সহযোগী সংস্থা **কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)** ও ফরিদপুর জেলার সহযোগী সংস্থা **শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিসি)** পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও যৌন হয়রানি রোধে অবহিতকরণ সভার আয়োজন করে। সভায় ফাউণ্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব এ.এইচ.এম.এ কাইয়ুম উপস্থিত ছিলেন।

সহযোগী সংস্থা **আরআরএফ**-এর আয়োজনে বিগত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে যশোর জেলার সদর উপজেলার বাহাদুরপুর স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে ইভটিজিং ও বাল্যবিবাহ বিরোধী বালিকা হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন কার্যক্রম

বিগত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সহযোগী সংস্থা **প্রত্যাশী** মহেশখালী উপজেলার বিভিন্ন মাদ্রাসা ও স্কুল নিয়ে আন্তঃস্কুল দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

সহযোগী সংস্থা **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন** ৩০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে বাগেরহাটে কিশোরী ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বাগেরহাট পৌর এলাকা এবং মোংলা উপজেলার ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ।

বিগত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সহযোগী সংস্থা **প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন** মাদকবিরোধী সাইকেল র‍্যালী আয়োজন করে। লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতিতে অনুষ্ঠিত এই র‍্যালিতে প্রায় ২০০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে।

কৈশোর কর্মসূচি

এই কর্মসূচির আওতায় বিগত ত্রৈমাসিকে সারাদেশে গ্রাম/ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৩–১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের নিয়ে কয়েকটি কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়েছে। কিশোরীদের বাল্যবিবাহ ও যৌন হয়রানী প্রতিরোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা বিষয়ে সচেতন করা এবং তাদেরকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও শিশু অধিকার রক্ষায় change agent হিসেবে গড়ে তোলা এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম

পিকেএসএফ বাংলাদেশের নিম্ন আয়ভুক্ত, পিছিয়েপড়া ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের তরুণদের সক্ষমতা উন্নয়নে ২০১৫ সাল হতে Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ২১টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২৬টি জেলায় দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

SEIP প্রকল্পের ১ম ধাপে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১৩টি ট্রেডে ৪০০টি ব্যাচের আওতায় মোট ১০,০১১ জন নিবন্ধিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে মোট ৯,৮৮২ জন। প্রশিক্ষণসম্পন্নকারীদের মধ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ৭,৮৫৯ জনের। যার শতকরা হার মোট প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের ৮০%। বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে মোট ২০৮ জনের।

প্রকল্পের ২য় ধাপে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২,২৭৬ জন প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে ১,৩২৩ জন এবং বর্তমানে ৯৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ৬০৭ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এর মধ্যে ৫ জনের বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরও ৭১৬ জনের কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ উজ্জীবিত প্রকল্প

খাদ্য নিরাপত্তা ২০১২ বাংলাদেশ উজ্জীবিত শীর্ষক প্রকল্পের ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টটি পিকেএসএফ ৩৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২০১৩ সাল হতে বাস্তবায়ন করে আসছে। দেশের বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী বিভাগের প্রত্যন্ত ও অতিদরিদ্রপ্রবণ অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম বিভাগের সমুদ্র উপকূলবর্তী মোট ২৮টি জেলায় লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর পুষ্টি নিরাপত্তা, খাদ্যবহির্ভূত ক্রয়ক্ষমতা, সম্পদ ভিত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রকল্পের আওতায় এই পর্যন্ত ৩,২৫,০০০ জন অতিদরিদ্র মহিলা খানা প্রধানকে সংগঠিত করে ১,১৬,০০০ জনকে কৃষিজ প্রশিক্ষণ, অ-কৃষিজ প্রশিক্ষণ ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৬৬,৮০৯ জন গর্ভবতী মহিলা, ৮৫,৮৫৬ জন দুগ্ধদানকারী মা এবং ০-৫৯ মাস বয়সী ২,৪২,০০০ শিশুকে

সেবা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত ৯৮৬টি কিশোরী ক্লাব এবং ১৪০০টি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ফোরাম গঠন করা হয়েছে।

কিশোরীদের মাঝে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, প্রজনন ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী ও সতর্কতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিশোরী ক্লাবগুলো আরো বেশি কার্যকর ও টেকসই করার উদ্দেশ্যে প্রকল্প হতে বসার জন্য ম্যাট, বাংলা ও ইংরেজি অভিধানসহ বিভিন্ন ধরনের বই, বই রাখার তাক এবং খেলার উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সদস্যদের টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৫০০০ জন অতিদরিদ্র সদস্যকে বিভিন্ন ধরনের অকৃষিজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা করেছে। সেলাই কাজের মজুরি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রত্যেককে ৪৫০০/-টাকা করে অনুদান দেয়া হয়েছে যা দিয়ে কাপড় কিনে কমিউনিটি পর্যায়ে বিক্রি করে বাড়তি আয় করতে পারবে। প্রায় ৯২৫ জন সদস্যকে প্রকল্প হতে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নিয়মিতভাবে পরিবারের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সদস্যদের পরিবারভুক্ত ১০০০ জন যুবককে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সম্ভাবনাময় ৫০০ জন যুবককে যন্ত্রপাতি বা ব্যবসার মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রত্যেককে ২০,০০০/- টাকা করে প্রদান করা হয়েছে।

LIFT কর্মসূচি

পিকেএসএফ ২০০৬ সাল থেকে Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি চালু করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সৃজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে দেশব্যাপী দরিদ্র ও অতিদরিদ্র শ্রেণিপেশার মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ভিন্নধর্মী এই আর্থিক পরিষেবার আওতায় বর্তমানে দেশব্যাপী গৃহীত হয়েছে মোট ৩৬টি সৃজনশীল উদ্যোগ। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে কাজ করছে ৫৬টি প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ৪৩টি এবং বহিঃসংস্থা বা ব্যক্তি উদ্যোক্তা ১৩টি।

LIFT কর্মসূচির আওতায় মার্চ ২০১৯ সময়কালে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হিজড়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় দরিদ্রদের জন্য সামাজিক সেবাসমূহ জনবান্ধবকরণ, সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভূমি অধিকার রক্ষা ও ঐহিত্য সংরক্ষণ, তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কমিউনিটি ট্যুরিজম, প্রতিবন্ধীবান্ধব স্কুল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক কিছু নতুন উদ্যোগ।

এই কর্মসূচির আওতায় সমাজের পিছিয়েপড়া, পিছিয়েথাকা ও পিছিয়েরাখা জনগোষ্ঠীদের উদ্ভাবনী পন্থায় উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কমিউনিটি রেডিও প্রযুক্তিকে প্রান্তিক মানুষের সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করতে কর্মসূচির অর্থায়নে বর্তমানে দেশব্যাপী ৭টি কমিউনিটি রেডিও সাফল্যের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এসব রেডিওতে দুর্যোগ মোকাবেলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা ও সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা, লোকজ সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচারের ফলে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি উপকৃত হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় লবণাক্ততাপ্রবণ উপকূলীয় এলাকাসমূহে সুপেয় পানির তীব্র সংকট নিরসনে স্থাপিত ২০টি ডিস্যালাইনেশন প্ল্যান্ট থেকে নিয়মিতভাবে সুপেয় পানির সুফল ভোগ করছেন প্রায় দুই লাখ উপকূলবর্তী দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষ। এসব এলাকার অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে সরবরাহকৃত দুই সহস্রাধিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ট্যাংক সুপেয় পানি পরিষেবা কার্যক্রমকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

PPEPP: অতিদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে নতুন প্রকল্প

দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত কার্যক্রমগুলোকে আরও মানবকেন্দ্রিককরণে পিছিয়েপড়া, পিছিয়েথাকা ও পিছিয়েরাখা জনগোষ্ঠীর জীবিকা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি এবং সামাজিক উন্নয়নের ওপর পিকেএসএফ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এরই অংশ হিসেবে দেশের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় এপ্রিল ২০১৯ থেকে শুরু হবে Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প। প্রকল্পটি ২০১৯-২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে।

বিগত ৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে PPEPP প্রকল্পের Subsidiary Grant Agreement স্বাক্ষরিত হয়। বংলাদেশ সরকারের পক্ষে জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পিকেএসএফ-এর পক্ষে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব একিউএম গোলাম মাওলা, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপ-সচিব জনাব মুর্শেদা জামান এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের উপ-সচিব জনাব মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

PPEPP প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বিগত ৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ এবং ডিএফআইডি-এর মধ্যে অপর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন ডিএফআইডি বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ Ms Judith Herbertson এবং পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম।

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট

বিশ্বব্যাপী সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার সর্বোপরি মানুষ হিসেবে নারীর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯১০ সাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়ে আসছে। পিকেএসএফ সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের অধিকার রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা পালনে সচেষ্ট রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ-এর সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট ৮২টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত ১০১টি ইউনিয়নে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন করেছে।

ঢাকা বিভাগের ১৮টি, চট্টগ্রাম বিভাগের ১৮টি, সিলেট বিভাগের ১২টি, বরিশাল বিভাগের ৮টি, রাজশাহী বিভাগের ১১টি, খুলনা বিভাগের ২০টি, ময়মনসিংহ বিভাগের ৫টি এবং রংপুর বিভাগের ৯টি ইউনিয়নে এই দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এই উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানসমূহে প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, ইমাম, কাজী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

এই ইউনিট বর্তমানে ২৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত ৪১টি ইউনিয়নে সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে অভিভাবক ও গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় **ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)**-এর উদ্যোগে বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নে যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতি বিরোধী গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাজ থেকে যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও দুর্নীতি দূর ও প্রতিরোধে উপস্থিত সকলে একসাথে কাজ করার শপথ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষাংশে বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও মাদক-বিরোধী গম্ভীরা পরিবেশন করা হয়।

বিগত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ সহযোগী সংস্থা **হীড বাংলাদেশ** মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও ইউনিয়নে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশু ও নারী নির্যাতন দমন শীর্ষক অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন করে। সমাবেশের মূল লক্ষ্য ছিল বাল্যবিবাহ নিরুৎসাহিত করা এবং ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ বিষয়ে সচেতন করে তাদের সহযোগিতা কামনা করা।

সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব হবে বলে অনুষ্ঠানে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। উপস্থিত সকলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সোচ্চার ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার করেন।

অনুষ্ঠান দু'টিতে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) জনাব মোঃ আবদুল মতীন।

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

- পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ১৬–১৮ জানুয়ারি ২০১৯ মৌলভীবাজার জেলায় সহযোগী সংস্থা **টিএমএসএস** ও **হীড বাংলাদেশ**-এর **সমৃদ্ধি**-র বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ফাউণ্ডেশনের সাধারণ পর্ষদ সদস্য প্রফেসর শফি আহমেদ এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। প্রতিনিধিগণ আমতৈল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে **টিএমএসএস** ও আদমপুর ইউনিয়নে **হীড বাংলাদেশ** আয়োজিত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত শিক্ষক, স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। তাঁরা **টিএমএসএস** আয়োজিত রাজনগর উপজেলার ৮টি **সমৃদ্ধি** ইউনিয়নে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত এক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতি মহোদয় ২১-২২ জানুয়ারি বগুড়াস্থ **টিএমএসএস** পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থা আয়োজিত উন্নয়ন মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং শিবগঞ্জ ইউনিয়নে প্রবীণদের সাথে মতবিনিময় ও ভিক্ষুকদের মাঝে চেক বিতরণ করেন। এরপর মাঝ পাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সমৃদ্ধি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি উজ্জীবিত প্রকল্পের ভিডিও-ডকুমেন্টারি ও লিফ্ট প্রকল্পের আওতায় বহুমুখী কৃষি খামার উদ্বোধন করেন। ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

ড. আহমদ বিগত ০১–৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন করেন। তিনি ১-২ ফেব্রুয়ারি **আইডিএফ** আয়োজিত মতবিনিময় সভা এবং 'হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের ওপর উপস্থাপনা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায় আন্তঃবিদ্যালয় মিনি ম্যারাথন, কাবাডি, ব্যাডমিন্টন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের ও ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রবীণদের মাঝে হুইল চেয়ার, ছাতা ও লাঠি বিতরণ করা হয়।

তিনি ০৩–০৪ ফেব্রুয়ারি **ঘাসফুল** আয়োজিত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত গুমান মর্দন ইউনিয়নে উন্নয়ন মেলা এবং মেখল ইউনিয়নে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদল **সমৃদ্ধি**ভুক্ত মেখল ইউনিয়নে প্রবীণ মেলা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে PACE প্রকল্পের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত Halda River Lab পরিদর্শন করেন। তাঁরা রাঙামাটি জেলার কলমপতি ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত স্বাস্থ্য পরিদর্শক, শিক্ষক ও স্টাফদের সাথে মতবিনিময় করেন।

প্রতিনিধিদল ০৫ ফেব্রুয়ারি রাঙামাটি জেলার সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি ইউনিয়নে **সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআইপিডি)** কর্তৃক **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ২৭ ফেব্রুয়ারি–২ মার্চ ২০১৯ যশোরস্থ **রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)** ও **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন**-এর IT Support Service ও IT Freelancing (Data Entry, SEO, Affiliate Market) শীর্ষক দু'টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন এবং কিশোরী ক্লাব সদস্যদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। ফাউণ্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং মহাব্যবস্থাপক জনাব আবুল কাশেম তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

- বিগত ৮ ফেব্রুয়ারি পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের **মুক্তি কক্সবাজার** পরিদর্শন করেন। তাঁরা সংস্থা আয়োজিত জঙ্গীবাদ ও নারী নির্যাতন বিরোধী বিচ ম্যারাথন এবং মাদক বিরোধী সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিচ ম্যারাথনে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৪৭ জন এবং সাইকেল র‍্যালীতে ৮০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

তিনি ৮–৯ মার্চ ২০১৯ কক্সবাজার জেলার তিনটি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি **আইডিএফ** আয়োজিত কর্মী কর্মশালার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও 'সমুদ্র সৈকত পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম' উদ্বোধন করেন। **কোস্ট ট্রাস্ট** আয়োজিত কক্সবাজারে কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। **মমতা** আয়োজিত বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। **আইডিএফ** কর্তৃক বাস্তবায়িত সামুদ্রিক শৈবাল চাষ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব একিউএম গোলাম মাওলা ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ শরফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বিগত ২২ মার্চ ২০১৯ তারিখ যশোর জেলাধীন দু'টি সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে **জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন**-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এরপর **শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন** আয়োজিত শুদ্ধাচার চর্চায় শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব একিউএম গোলাম মাওলা, সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব একেএম ফয়জুল হক ও জনাব মোঃ শরফুল ইসলাম তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

- বিগত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের **কোস্ট ট্রাস্ট** পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার শৈবাল, বিষমুক্ত শুটকি ও কাঁকড়া উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিদর্শন করেন। তিনি নারী উদ্যোক্তা জাহানারা বেগমের শৈবাল উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং খাদ্য ও প্রসাধনী তৈরিতে এর ব্যবহার, মাশরুম চাষ, কোকো এবং কফি চাষ বিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থা আয়োজিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও যৌন হয়রানী রোধ কর্মসূচি বিষয়ে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি ২১–২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ বরগুনা জেলায় **সংগ্রাম**-এর কার্যক্রম পরিদর্শনকালে সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় ও কর্মী সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে মুগডাল চাষের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প পরিদর্শন ও মুগডাল চাষীদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি সমৃদ্ধ বাড়ি, উদ্যমী সদস্যদের বাড়ি ও স্বাস্থ্যক্যাম্প পরিদর্শন করেন। তিনি হুইল চেয়ার ও বয়স্ক ভাতাপ্রাপ্ত প্রবীণদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর সেলাই মেশিন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও কিশোরী ক্লাব পরিদর্শন করেন।

বিগত ২৪ মার্চ ২০১৯ তিনি **স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি** পরিদর্শন করেন। সংস্থা আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও দেয়াল পত্রিকা উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

- পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় **আরব** আয়োজিত মাসিক ভাতা বিতরণ ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ৩ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ ৬ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

তিনি ২২ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ এবং দোহার উপজেলায় **বাস্তব** কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থা আয়োজিত চক্ষু ক্যাম্প উদ্বোধন ও মাসিক ভাতা বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

তিনি ০৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় **বাসা** আয়োজিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

১৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে তিনি **আইডিএফ** সংস্থার রাজশাহী জেলা কর্মী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সহযোগী সংস্থা **আশ্রয়, শতফুল বাংলাদেশ, প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সংস্থা** এবং **শাপলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার** নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প

নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০১৬ সাল থেকে **এলআইসিএইচএস** প্রকল্পটি নির্বাচিত পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে রোল-আউট পর্যায়ে নতুন দু'টি সংস্থাসহ মোট সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১২টি শহরে প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে প্রকল্প সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৩০১ মিলিয়ন টাকা ঋণ এবং ৭.০৮ মিলিয়ন টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ৮৮৪ জন সদস্য নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার এবং সম্প্রসারণ বাবদ পাঁচটি সহযোগী সংস্থা (আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার, ইএসডিও, এনডিপি, টিএমএসএস এবং পিদিম ফাউন্ডেশন) থেকে প্রায় ২৫৩ মিলিয়ন টাকা অর্থ সহায়তা গ্রহণ করেছে।

বিশ্বব্যাংকের ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বিগত ১২-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশন সম্পন্ন করেছে। এই সময় তারা

প্রকল্পের কর্মএলাকা সিরাজগঞ্জ পৌরসভা এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন পরিদর্শন করেন।

বিগত ৯-১৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে বিশ্বব্যাংকের নির্বাচিত পরামর্শক Ms Shilpa Gopala Rao প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছেন। তিনি যশোর এবং সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় বিভিন্ন ঋণগ্রহীতার বাড়ি পরিদর্শন করেন।

১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে তিনি সাতটি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় আবাসন ঋণ কার্যক্রমের মাঠ পর্যায়ে চাহিদা এবং টেকসহিতাসহ প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

SEP প্রকল্পের কার্যক্রম

লক্ষ্যভুক্ত ক্ষুদ্র-উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে পরিবেশগতভাবে টেকসই চর্চা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে পিকেএসএফ **সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)** প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতাধীন উপ-প্রকল্প ধারণাপত্রের মূল্যায়ন ও নির্বাচনের প্রক্রিয়া অবলোকনের জন্য কর্ম-এলাকা পরিদর্শন করা হয়। জানুয়ারি–মার্চ ২০১৯ সময়কালে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ ৩২টি সহযোগী সংস্থার প্রস্তাবিত কর্মএলাকা পরিদর্শন করেছে।

উপ-প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভা

বিগত ২১ ও ২৯ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব একিউএম গোলাম মাওলার সভাপতিত্বে **এসইপি** প্রকল্পের উপ-প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির ২য় ও ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প পরিচালনা ইউনিট (পিএমইউ)-এর কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় ধারণাপত্রসমূহ এবং বাজেট উপস্থাপন করেন। সভা দু'টিতে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক, জনাব মোঃ আবুল কাশেম, মহাব্যবস্থাপক, জনাব জহির উদ্দিন আহমেদ, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী, এসইপি।

কর্মশালা

বিগত ৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ১১টি সংস্থার দাখিলকৃত ধারণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে দিনব্যাপী 'বিস্তারিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা' প্রস্তুতকরণ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিলের নীতিমালার ওপর ৫টি অধিবেশন পরিচালনা করা হয়।

প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ এই অধিবেশনসমূহ পরিচালনা করেন। বিভিন্ন সংস্থার মোট ২২ জন অংশগ্রহণকারী এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

আবাসন ঋণ কার্যক্রম

দেশের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত আবাসন তৈরির জন্য পিকেএসএফ আবাসন ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচি পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কর্মসূচিটি প্রাথমিকভাবে ১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ১৮টি জেলার ২৬টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত পিকেএসএফ হতে ১৫টি সংস্থাকে ১১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ৮টি সংস্থা ৭৮ জন সদস্যকে নতুন বাড়ি নির্মাণ এবং পুরাতন বাড়ি সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য ১.৭২ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। আবাসন ঋণ কর্মসূচি নীতিমালা অনুযায়ী সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রতিটি সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, সহযোগী সংস্থাসমূহের বিদ্যমান সফ্টওয়্যারে এই কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সফ্টওয়্যার সরবরাহকারী সকল প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কর্মসূচির নীতিমালা ও মূল বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নির্বাচিত কর্মএলাকা: ঠাকুরগাঁও সদর, পার্বতীপুর, বগুড়া সদর, রাজশাহী সদর, ঝিকরগাছা, শার্শা, চুয়াডাঙ্গা সদর, নওগাঁ, জয়পুরহাট সদর, ধামুরহাট, বদলগাছী পাঁচবিবি, শরীয়তপুর সদর, পটিয়া সদর, আনোয়ারা, হাটহাজারী, ফেনী সদর, সুবর্ণ চর, ভোলা সদর, মৌলভীবাজার সদর, কমলগঞ্জ, রাজনগর, সীতাকুন্ড সদর, কিশোরগঞ্জ সদর, বাজিতপুর এবং কুলিয়ার চর।

নাগরিক সেবার উদ্ভাবন

জনপ্রশাসনে নাগরিক সেবার উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫-এর আলোকে পিকেএসএফ ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম গঠন করেছে। এই টিম ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৩টি নতুন উদ্যোগের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পরিকল্পনা প্রেরণ করেছে। জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ সময়কালে ৩টি মাসিক সভায় উদ্যোগগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে অনুষ্ঠিত ২টি সভায় পিকেএসএফ বাস্তবায়িত উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী ধারণা 'স্মার্ট ফান্ড ট্রান্সফার' ব্যবস্থায় 'বিএফটিএন' ও 'আরটিজিএস' পদ্ধতিতে ইতোমধ্যে ২৯০০৩ মিলিয়ন টাকা সহযোগী সংস্থার হিসাব নম্বরে স্থানান্তর করা হয়েছে। উদ্ভাবনী ধারণা 'রিয়েল টাইম অনলাইন প্রশিক্ষণ' **আরআরএফ** সংস্থায় পাইলটিং এবং অপর উদ্ভাবনী ধারণা 'স্কিল লার্নিং প্লাটফর্ম' বাস্তবায়নের জন্য রিসোর্স ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে। উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিতি ও ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম পিকেএসএফ-এ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্রউদ্যোগ উন্নয়নে নতুন প্রকল্প

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রউদ্যোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক সহায়তায় একটি নতুন প্রকল্প শুরু করতে যাচ্ছে। 'Microenterprise Development Project (MDP)' শীর্ষক এই প্রকল্পটি আরও ৪০,০০০ ক্ষুদ্রউদ্যোক্তাকে আর্থিক সহায়তা সেবা প্রদান করবে। পিকেএসএফ-এর ৮০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সারাদেশে নির্বাচিত ক্ষুদ্রউদ্যোগ ব্যবসাগুচ্ছসমূকে প্রধান্য দিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। বিগত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এনইসি সম্মেলন কক্ষ-২ এ প্রকল্পের ঋণ এবং প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঋণ চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মনোয়ার আহমেদ এবং পিকেএসএফ-এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। এডিবি-এর পক্ষে উভয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব মনমোহন প্রকাশ।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

অবহিতকরণ কর্মশালা

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিঘাত মোকবেলায় পিকেএসএফ বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের পাশাপাশি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া সবুজ জলবায়ু তহবিল ব্যবহারের জন্য পিকেএসএফ Accredited Entity হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

Green Climate Fund-এর অর্থ প্রাপ্তির লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা বিষয়ে বিগত ৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে The Role of PKSF as Direct Access Entity to Green Climate Fund (GCF) বিষয়ে এক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। উপস্থিত ছিলেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে A Journey Towards Green Climate Fund (GCF): ERDs Role and Experience as National Designated Authority (NDA) শীর্ষক উপস্থাপনা প্রদান করেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপ-সচিব জনাব নূর আহমেদ।

Access to Green Climate Fund (GCF): Role of PKSF শিরোনামে উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ। কোরিয়া থেকে আগত GCF কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ, বেসরকারি সংস্থা, সামাজিক সংস্থা, পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ-এ GCF মিশন

বিগত ২-৭ মার্চ ২০১৯ তারিখ GCF-এর তিনজন প্রতিনিধি Mr. Patric Emiel Van Laake, Ecosystems Management Senior Specialist, Mr. Frazier Gomez, Environment and Social Safeguard (ESS) Specialist ও Mr. Brett Murphy Barstow, Project Officer, Division of Mitigation and Adaptation পিকেএসএফ-এ প্রথম মিশন সম্পন্ন করেন। প্রতিনিধিগণ GCF-এর বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুত ও অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের-এর সাথে বৈঠক করেন।

কার্যক্রম পরিদর্শন

বিগত ৭-৯ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, পরিচালক, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও সাভারে সহযোগী সংস্থা **পিএমকে সিদীপ, এসডিআই** ও **এসডিএস**-এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

গণমানুষের কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশে ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

"গণমানুষের কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশে ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ" প্লাটফর্মের অধীনে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে বিগত ১৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে কার্যকরী কমিটির তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিগত ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আবদুল করিম-এর সভাপতিত্বে এই প্লাটফর্মের পরিচালনা কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিচালনা কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্লাটফর্মের এসডিজি বিষয়ক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এছাড়া পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ উপদেষ্টা কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আবদুল করিমসহ উপদেষ্টা কমিটির সদস্য জনাব আসাদুল ইসলাম, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; বেগম মনোয়ারা হাকিম আলী সদস্য, সাধারণ পর্ষদ, পিকেএসএফ; ড. এম.এ. কাশেম সাবেক সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ, পিকেএসএফ; ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ, পিকেএসএফ; ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ; জনাব মাহবুবুর রহমান, সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার এন্ড কমার্স বাংলাদেশ (আইসিসিবি) এবং ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, পরিচালক (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন), পিকেএসএফ উপস্থিত ছিলেন। সভায় এসডিজি বিষয়ক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পিকেএসএফ সারা দেশে এবং দেশের বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং সুদক্ষ জনবলের একটি সংস্থা হিসেবে সুপরিচিত। পিকেএসএফ তার সকল স্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নিয়মিতভাবে বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন বিরতিতে বিদেশেও প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়।

বর্তমান অর্থবছর হতে Skill based Training-এর আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মডিউলগুলো হলো, Risk Management Ratio Analysis and decision making, Vat and Tax, Accounting for non-accountings, Human resource management, Procurement and inventory management ইত্যাদি।

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের জনবলকে পরিবর্তিত সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উল্লিখিত কোর্সসমূহে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করে থাকেন। কোর্সসমূহের ওপর প্রশিক্ষণ নেয়ার ফলে একজন কর্মকর্তা নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। কোর্সসমূহ সম্পন্নের পর কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য দক্ষতা ও কৌশলসমূহ Post training utilization (PTU)-এর মাধ্যমে পর্যালোচনা করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ

ফাউন্ডেশনের জনবল শাখার আয়োজনে বিগত জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ সময়কালে ৩টি ব্যাচে পিকেএসএফ-এর ৯ জন কর্মকর্তা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

প্রশিক্ষণের বিষয়	সময়কাল ও ভেন্যু	আয়োজক
Research Methodology for Social Science Researchers	০৩-২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)
Standard Course on VAT Budgetary Changes 2018-2019	১৩-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ স্কাইলার্ক পয়েন্ট বিজয়নগর, ঢাকা	বাংলাদেশ ভ্যাট প্রফেশনাল ফোরাম
Protocol Formalities and Articulation	১০-১৪ মার্চ ২০১৯ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন ঢাকা	বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ট্রেইনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিএসটিডি)

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা জানুয়ারি–মার্চ ২০১৯ সময়কালে সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের ৪৯৮ জন কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীকে মূলস্রোতের আওতায় ১০টি পৃথক মডিউলের ওপর মোট ২৩ ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণসমূহ পিকেএসএফ, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)-এর প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে আয়োজন করা হয়েছে। সারসংক্ষেপ নিচে প্রদান করা হলো।

কোর্সের নাম	মেয়াদ (দিন)	সহযোগী সংস্থা	প্রশিক্ষণার্থী (জন)	ভেন্যু
এনজিও-এমএফআইদের কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা	৫	৩১	৪২	পিকেএসএফ
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৫	১৮	২১	পিকেএসএফ
ক্রয় ও মজুদ ব্যবস্থাপনা	৫	৩৪	৪১	পিকেএসএফ
মূসক ও কর	৫	৩৬	৪২	পিকেএসএফ
Software-Based Monitoring & Supervision	৪	৪১	৬২	পিকেএসএফ আইএনএম
মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা	৪	১৮	২১	পিকেএসএফ
অনুপাত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৫	১৭	২১	পিকেএসএফ
হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা (শাখা হিসাবরক্ষকদের জন্য)	৪	১২৯	১৩৮	আইএনএম
ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা	৪	৭৯	৯০	আইএনএম
প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ	৫	১৬	২০	আইএনএম
			৪৯৮	

ইন্টার্ন কার্যক্রম

বিইউপি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় ও স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের চারজন শিক্ষার্থী ইন্টার্ন হিসেবে পিকেএসএফ-এ কাজ করছেন।

বিদেশে প্রশিক্ষণ/শিক্ষাসফর

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ সময়কালে ৩টি ব্যাচে পিকেএসএফ-এর ৬ জন কর্মকর্তা বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/সম্মেলন/শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ করেন।

- পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং মহাব্যবস্থাপক (আইটি) জনাব এম. এ. মতিন, ২৭ ফেব্রুয়ারি–৪ মার্চ ২০১৯ সময়ে Goodrich International Ltd. কর্তৃক চীনে আয়োজিত 'Use of Artificial Intelligence and Block Chain Technology Development in Agricultural Sector' শীর্ষক শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ করেন।

- ২৯ জানুয়ারি–০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ জনাব ফারহানা নবী, ব্যবস্থাপক, জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক এবং জনাব মোঃ মহিদুল ইসলাম, ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট, PACE প্রকল্প শ্রীলংকায় PACE প্রকল্পের অর্থায়নে এবং International Fund for Agricultural Development কর্তৃক আয়োজিত No Objection Tracking Utility System (NOTUS) Training শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

- পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে অধ্যাপক শফি আহমেদ, সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার ৬-৭ জানুয়ারি ২০১৯ সময়ে ভারতের ত্রিপুরার ২টি শহরে ফাউণ্ডেশনের কর্মসূচিভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

গবেষণা বিভাগ

পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে Randomized Controlled Trial (RCT) ব্যবহারের সম্ভাব্যতা এবং এর সুয়োগ সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্বন্ধে সম্যক ধারণা প্রাপ্তির লক্ষ্যে গবেষণা বিভাগের আয়োজনে বিগত ৯ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে একটি উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। উপস্থাপনাটি প্রদান করেন ড. আবু এস সঞ্চয়, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তিনি RCT বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ এবং এই সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত। উপস্থাপনায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সভাপতিত্ব করেন। ফাউণ্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। জনাব আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর বক্তব্যে পিকেএসএফ- এর বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প মূল্যায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এই সকল ক্ষেত্রে RCT এর ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই-এর ওপর জোর দেন।

এছাড়াও, পিকেএসএফ-এর গবেষণা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'Effectiveness of Community-Based Approach in Enhancing Sustainable Resilience of the Climate Vulnerable Communities' শীর্ষক গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপনা সভাটি গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক জনাব মুহাম্মদ হাসান খালেদসহ ২১ জন কর্মকর্তা এই সভায় অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ: পিকেএসএফ–সহযোগী সংস্থা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ১৩৮১১.৪০ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থায় ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩২৪২৯৩.৫০ মিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৩১ ভাগ। নিচে নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণস্থিতি (পিকেএসএফ - সহ. সংস্থা) (মিলিয়ন টাকায়)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)		
বুনিয়াদ	২৩০১৩.০০	৩২৭১.৪২
জাগরণ	১২৮৮৪৪.২৯	২০০৯০.৯৮
অগ্রসর	৫৭২৮৩.১০	১৫২১৪.৩৪
সাহস	১০১৪.২০	২৩৪.৯০
সুফলন	৮৩২৩৪.৩০	৪৪৩৮.২০
কেজিএফ	৭৪৫৯.৫০	৫৯৫.৫০
সমৃদ্ধি	৪৭৯০.৪১	২৬২৭.৪৬
এসডিএল	৩৩০.০০	২৪২.০০
লিফ্‌ট	১৩৪১.৬১	৬১৮.৮০
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	২৯৫৭.৩২	৩৬.২৩
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	৩১০২৬৭.৭৩	৪৭৩৬৯.৮৩
প্রকল্পসমূহ		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৩.৬৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	৯১.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
এলআইসিএইচএসপি	২২০.০০	২০৯.১১
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	**৬৭৪.৭১**	**০.০০**
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**১৪০২৫.৭৬**	**৪০৬.৩২**
সর্বমোট	**৩২৪২৯৩.৫০**	**৪৭৭৭৬.১৫**

কার্যক্রম/প্রকল্প	ঋণ বিতরণ (২০১৭-১৮) (জুলাই–নভেম্বর ২০১৭) (মিলিয়ন টাকায়)	ঋণ বিতরণ (২০১৮-১৯) (জুলাই–নভেম্বর ২০১৮) (মিলিয়ন টাকায়)
জাগরণ	৪২৯২.৮০	৪৩৭৯.০০
অগ্রসর	৩৪৬২.৫০	৩৭৩৪.৯০
বুনিয়াদ	৯৭৫.৫০	১০২২.৫০
সুফলন	৩২৫৫.৫০	৩৬১০.৯০
সাহস	৭৭.০০	৩.০০
স্যানিটেশন	৪০.০০	২০.০০
কেজিএফ	৪৮৫.৫০	৪২৭.০০
লিফট	২১৩.৬৫	১৪৭.৪০
সমৃদ্ধি	৩৪২.৫০	৩৯৭.৬৮
এসএল-এমই	৬.০০	০.০০
এলআইসিএইচএসপি	২১.০০	৬৯.০০
মোট	**১৩১৭১.৯৫**	**১৩৮১১.৩৮**

ঋণ বিতরণ: সহযোগী সংস্থা–ঋণ গ্রহীতা সদস্য

২০১৮–১৯ অর্থবছরের নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ১৯৫.৩৬ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ৩২৫৬.৪৩ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহীতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার ৯৯.৬২। নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ঋণগ্রহীতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ২৫৮.৬৩ বিলিয়ন টাকা। ঋণগ্রহীতা সদস্যের সংখ্যা ১০.৪১ মিলিয়ন। যাদের মধ্যে শতকরা ৯১.৬৭ জনই মহিলা।

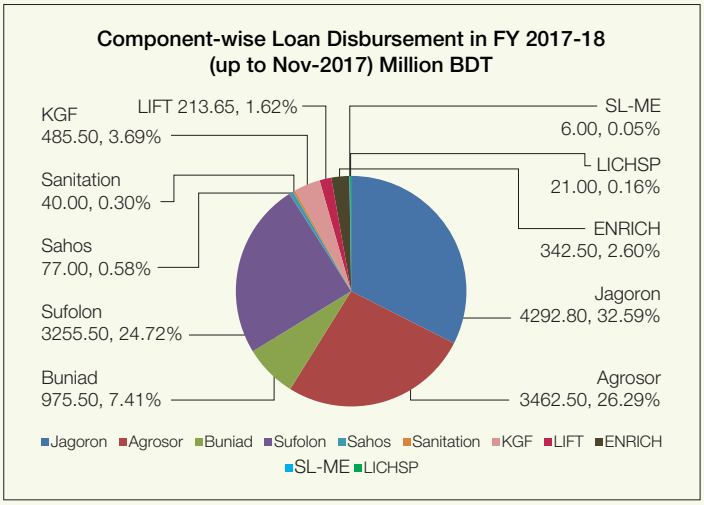

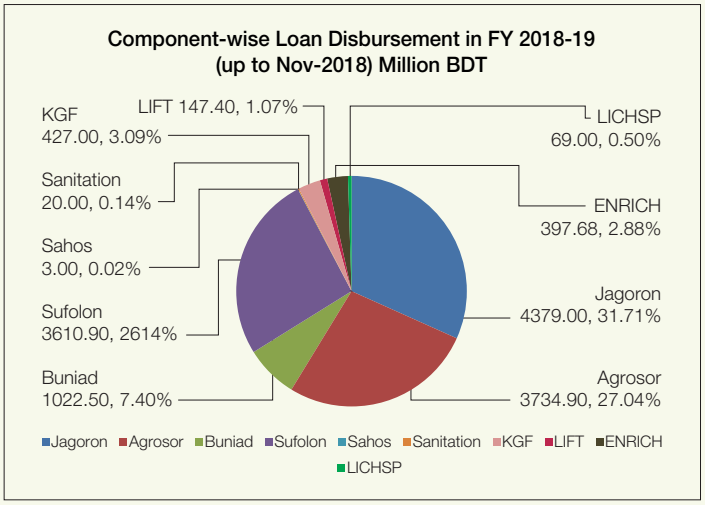

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও দক্ষতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গত প্রায় তিন দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নবায়ন, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোঃ আবদুল করিম (ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ)	সদস্য
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	সদস্য
মিজ পারভীন মাহমুদ	সদস্য
মিজ নাজনীন সুলতানা	সদস্য
ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী	সদস্য
রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক : **জনাব মোঃ আবদুল করিম**
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক : **অধ্যাপক শফি আহমেদ**

সদস্য : **সুহাস শংকর চৌধুরী**
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

এসডিজি ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম বিষয়ক সেমিনার

বিগত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে গণমানুষের কণ্ঠস্বর: বাংলাদেশে ২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ প্লাটফর্মের আয়োজনে **টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম** বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. সুলতান আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় তার মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সকলকে এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে একসাথে কাজ করার আহবান জানান। তিনি এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র পরিবারসমূহকে লক্ষ্যভুক্ত করে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রবন্ধ উপস্থাপনায় পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনে সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের একটি হল বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ জাতিরাষ্ট্রের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে আঘাত হানছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহায়তার সমান্তরালে স্ব-উদ্যোগে অভিঘাত প্রশমনে কাজ করতে হবে।

ফাউন্ডেশনের পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ বলেন, পিকেএসএফ মূলত অভিযোজন বা Adaptation নিয়ে কাজ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে ভৌত অবকাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে বা হবে এমন ক্ষেত্রে পিকেএসএফ কাজ করেছে।

সভাপতির বক্তৃতায় পিকেএসএফ সভাপতি বলেন, মানুষের জীবনযাপন, দারিদ্র্য ও উন্নয়ন বহুমাত্রিক। দারিদ্র্য টেকসইভাবে নিরসনে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কাজ করার ক্ষেত্রগুলো অগ্রাধিকারভিত্তিতে ঠিক করতে হবে। শুধু জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় নয় পাশাপাশি অর্থনৈতিক অগ্রগতি, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। তিনি বলেন, উন্নয়নকে সুসমন্বিত ও ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ জনবল সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

প্যানেল আলোচনায় বিআইডিএস-এর সাবেক গবেষণা পরিচালক ড. এম আসাদুজ্জামান বলেন, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় একটি মানব-ঘনিষ্ঠ মন্ত্রণালয়। অভীষ্ট ১৩ অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় ব্যর্থ হলে অভীষ্ট ২ (ক্ষুধা মুক্তি) বা অভীষ্ট ৬ (নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন)-এর অর্জনও কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি কৃষি সংক্রান্ত জলবায়ুসহিষ্ণু প্রযুক্তি, জ্ঞান ও জনসচেতনতা সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করেন।

সেমিনারে সরকারি, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।